ঈমান জাগানিয়া বয়ান সংকলন

৫

আদাবুযযুনূব

গুনাহের সঙ্গে আচরণবিধি

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

নাম : আদাবুযযুনূব তথা গুনাহের সঙ্গে আচরণবিধি

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

স্বত্ব : কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া সম্পূর্ণ
আমানতের সঙ্গে হুবহু ছাপানোর অনুমতি আছে

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল ফকীর
মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া ৫১১/৫ [২২ বাড়ি]
দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৯০-১৬৯১২৯

পরিবেশনায় : আল আসহাব শপ
৫৩৩/এ, মধ্য মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৭০-৪৪৪৮৯০

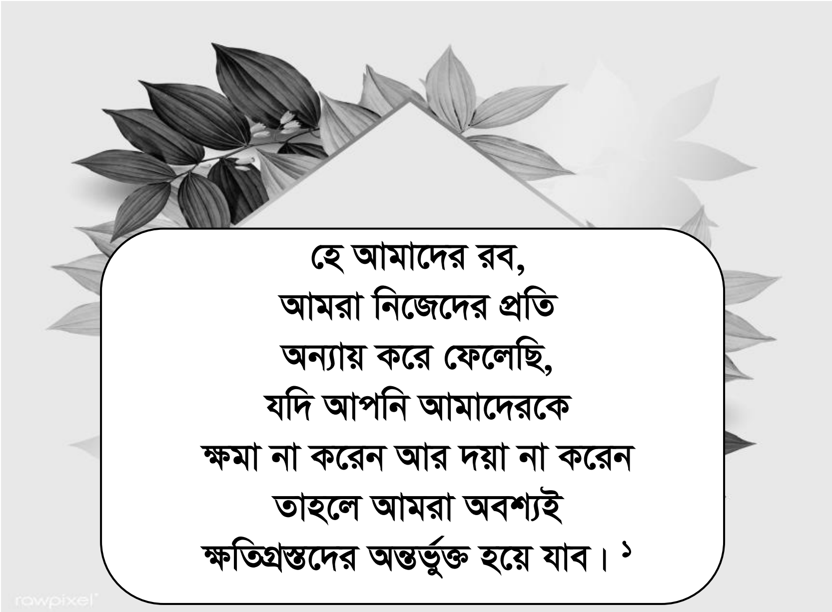
হে আমাদের রব,
আমরা নিজেদের প্রতি
অন্যায় করে ফেলেছি,
যদি আপনি আমাদেরকে
ক্ষমা না করেন আর দয়া না করেন
তাহলে আমরা অবশ্যই
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[১]
rawpixel

[১] সূরা আ'রাফ : ২৩

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
গুনাহের অনুভূতি	৭
কিছু আলামত	৮
রবকে চেনার অন্যতম আলামত	৮
আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির আলামত	৯
বায়েজীদ বোস্তামী রহ.	৯
চালুনি সুঁইকে বলে, তোর পিছনে ছিদ্র কেন	৯
নাক ডাস্টবিনে কিন্তু পাছা আসমানে	৯
দুনিয়াতে থাকলে গুনাহ কিছু না কিছু হবেই	১০
নিজেকে গুনাহগার মনে করুন	১১
ইবলিশের আচরণ যেন চলে না আসে	১১
আবুদ্দারদা রাযি.-এর মৃত্যুকালীন ঘটনা	১২
এক মদখোরের ঘটনা	১৩
আবু জর গিফারি রাযি.-এর ঘটনা	১৪
গুনাহের সঙ্গে আচরণবিধি কেমন হওয়া চাই	১৪
প্রথমত চেষ্টা করতে হবে যেন গুনাহ না হয়	১৫
সর্বোত্তম আমল	১৫
এরপরও গুনাহ হয়ে যেতে পারে	১৫
গুনাহের চিন্তা আসার পরেও গুনাহ না করার ফজিলত	১৬
মুয়াবিয়া রাযি.-এর ঘটনা	১৭
ইবলিশকে মানসিকভাবে কষ্ট দিন	১৭
আদাবুযযুনুব তথা গুনাহের সঙ্গে আচরণবিধি ০৬টি	১৮
এক. তাওবা করা	১৮
শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবা করতেই থাকবে	১৮
আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ঘটনা	১৯

তাওবার সংক্ষিপ্ত ফজিলত	১৯
তাওবার তাওফীক কার হয় না	২০
তাওবার একটি দৃষ্টান্ত	২০
ইস্তেগফারের স্তূপ গড়ে তুলুন	২১
আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করতে পারেন	২২
মুনাজাতে কান্নাকাটি আসে না কেন?	২২
আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি দানের ফজিলত	২৩
ইস্তেগফারের ফায়দা	২৩
দুই. গুনাহকে ছোট করে না দেখা	২৩
শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখতে নেই	২৪
ছোট্ট গুনাহ্ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে	২৪
একজন মুমিন সগিরাকেও কবিরা গুনাহ মনে করে	২৫
সালাফদের মাঝে প্রচলিত প্রবাদ	২৫
তিন. গুনাহ প্রকাশ না করা এবং প্রকাশ্যে না করা	২৫
গুনাহ করে প্রকাশ করাটাও প্রকাশ্যে গুনাহ করার শামিল	২৬
চার. গুনাহ যেন প্রতিক্রিয়াশীল না হয়	২৭
দাঈদের ব্যক্তিত্ব ঠিক রাখতে হয়	২৮
এটা অহংকার নয়; আত্মমর্যাদাবোধ	২৮
আত্মমর্যাদাবোধ আর অহংকার এক নয়	২৯
পাঁচ. গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি আমল করে নেয়া	২৯
ছয়. আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ না হওয়া	৩০
আল্লাহর রহমতের আশা যেন তামাশা না হয়	৩১

গুনাহের ব্যাপারে আমাদের প্রথম আচরণ হবে তাওবা। এভাবে গুনাহের সঙ্গে আমরা সর্বমোট ৬টি আচরণ দেখাবো। এগুলোকে বলা হয়, আদাবুযযুনুব। এ আচরণগুলো করলে ইবলিশ মানসিকভাবে প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। সে কিছুটা হলেও ভয় পাবে। সে তখন দেখবে যে, লাভ কম। তখন সে ওখানেই যাবে যেখানে তার লাভ বেশি হবে। আমাদের কাছে আসা কমিয়ে দিবে সে।
হাফেজ ইবনু তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর শায়েখকে বলল আমার গুনাহ হয়ে যায় কী করবো? শায়েখ বললেন, তাওবা করবে। লোকটি বলল, তাওবা করার পর যদি আবার গুনাহ হয়? শায়েখ বললেন, তাওবা করবে। লোকটি বলল, যদি আবারও গুনাহ হয়? শায়েখ বললেন, এবারও তাওবা করবে। লোকটি বলল, কত বার তাওবা করবো? শায়েখ উত্তর দিলেন إلى أن تُحْزِنَ الشيطان শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবা করতেই থাকবে।

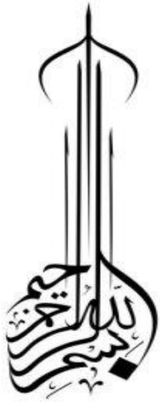

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجعلني وإياكم من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আজকেও এখানে আল্লাহর জন্য কিছু সময় বের করার তাওফীক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

গুনাহের অনুভূতি

আমরা প্রত্যেকে এ কথা বুঝি যে, আমাদের অবস্থা ভয়াবহ। যিনি আপনাদের নসিহত শুনাচ্ছেন অর্থাৎ আমি গুনাহগার এবং যারা শুনছেন অর্থাৎ আপনারা; আমরা কেউই এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।

আমাদের নিজেদের অবস্থা আসলেই খারাপ। অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, উজব ইত্যাদি আমাদের জীবনকে একেবারে ফোকলা করে দিয়েছে।

তবে শোকর আদায় করি এ জন্য যে, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অনেকের অনুভূতিতে এসেছে। এর কিছু আলামতও প্রকাশ পাচ্ছে।

কিছু আলামত

কেউ এসে বলেছেন যে, হুজুর! এতদিন শুধু বউয়ের দোষ দিয়েছি। ই'তেকাফে আসার ফায়দা হয়েছে এই– এখন দেখছি যে, দোষ বেশি আমার।

কেউ এসে জানিয়েছেন যে, হুজুর! এতদিন মনে করেছি যে, এ জিনিসটা দীনদারি কিন্তু এখন বুঝে গেছি যে, ওটা তো দীনদারি না, আমি তো ভুলের ওপর আছি।

আবার অনেকে এসে বলেন যে, শায়খ! দীনদারি এবং সমাজ, পরিবার এগুলোর সঙ্গে এডজাস্ট করে চলা মুশকিল হয়, এখন আলহামদুলিল্লাহ এ কয়দিনের আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে যে, এডজাস্ট করা কোনো ব্যাপার না। আসলে আমরা অনেক দীনদারিকে 'দীন' মনে করে বসে আছি, এ জন্য এডজাস্ট করতে পারি না।

আবার অনেকে এসে বলেন যে, আগে অনেকের সম্পর্কে অনেক বদধারণা ছিল, খারাপ ধারণা রাখতাম, এখন আলহামদুলিল্লাহ ধারণাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে যে, আমিই সবচেয়ে বড় অপরাধী।

আলহামদুলিল্লাহ এ জাতীয় প্রতিক্রিয়াগুলো এ কথার আলামত যে, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিচ্ছেন।

রবকে চেনার অন্যতম আলামত

হাসান বসরী রহ. বলতেন যে, আমি সালাফদের কাছ থেকে শুনেছি

من عرف ربه فقد عرف ذنبه

'রবকে চেনার একটা আলামত হল, নিজের গুনাহ বুঝতে পারা।'

একজন ব্যক্তি নিজের অপরাধ বুঝতে পেরেছে, এটা আলামত হল যে, সে আল্লাহত মারেফাত পাচ্ছে। আল্লাহর মারেফাতের নূর তার অন্তরের ভিতরে আসছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির আলামত

ইমাম গাযালী রহ. বলতেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির একটা আলামত আছে, অসন্তুষ্টিরও একটা আলামত আছে। সন্তুষ্টির আলামত হল, যার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তাকে নিজের দোষ দেখার ব্যাপারে চক্ষুষ্মান করে দেন। আর যে ব্যক্তির ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট আলামত হল, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ অন্যের দোষ দেখার ব্যাপারে চক্ষুষ্মান করে দেন।

বায়েজীদ বোস্তামী রহ.

বায়েজীদ বোস্তামী রহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, লোকজন বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, বৃষ্টি আসছে না। তিনি মনে করলেন যে, বৃষ্টি আসছে না আমার কারণে। কারণ আমি সবচেয়ে বড় গুনাহগার। এ কথা মনে করে তিনি এলাকা থেকে বের হয়ে গেলেন। আর তখনই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

মানুষ তো মনে করেছে বড় গুনাহগার বের হয়ে গেছে এ জন্য বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আসলে তো তা নয়। মূলত তিনি নিজেকে গুনাহগার মনে করেছিলেন; এর কারণে আল্লাহ তাআলা রহমতের বৃষ্টি নাযিল শুরু করেছেন।

চালুনি সুঁইকে বলে, তোর পিছনে ছিদ্র কেন?

অথচ আমাদের চরিত্র হল আমরা মনে করি, সবাই নষ্ট–আমি ভালো। সবাই খারাপ, আমি ভালো। প্রবাদ আছে– চালুনি সুঁইকে বলে, তোর পিছনে ছিদ্র কেন; আমাদেরও অবস্থা অনেকটা এ রকমই। অথচ নবীজী ﷺ তো হাদীসের মধ্যে পরিষ্কার করে বলেছেন

إذا قالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهو أَهْلَكُهُمْ

যে ব্যক্তি গর্বভরে বলে, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে গেল, সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ।[২]

নাক ডাস্টবিনে কিন্তু পাছা আসমানে

أنف في الماء إست في السماء

[২] মুসলিম : ২৬২৩

এটি একটি আরবী প্রবাদ। মানে নাক হল পানিতে– ডাস্টবিনে কিন্তু পাছা হল আসমানে।

ঘটনা হল এই, এক ব্যক্তি টয়লেটের ভিতর পড়ে গিয়েছে। আগের যুগের টয়লেট, সেনেটারি না। ওই যে গাছ-টাছ দিয়ে যেগুলো বানানো হত।

আরেকজন তাকে তুলতে গিয়েছে। যে বেচারা তুলতে গিয়েছে তার নাকে সর্দি। তাই টয়লেটওয়ালা ওই ব্যক্তিকে বলে, নাক ঝেড়ে আসো। আমাকে তুলতে যেও না; আগে নাক পরিষ্কার করে আসো।

চিন্তা করুন, সে যে কোথায় আছে এই খবর নেই। কিন্তু লোকটার নাকের ময়লাটা ঠিকই সে দেখেছে!

তো আমাদের অবস্থা হল এই যে, আমরা যে কোথায় আছি এটা দেখি না। কিন্তু কে বাঁকা চললো, কে ত্যাড়া করে তাকালো, কে এমন করে চলল, কে এমন করে কথা বলল– এগুলো আমরা খুব দেখি!

আল্লাহর বান্দা! খুব ভাল করে বুঝুন, যে ব্যক্তি এ ধরণের মানসিকতা রাখে তার ওপর আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড রকমের অসন্তুষ্ট।

দুনিয়াতে থাকলে গুনাহ কিছু না কিছু হবেই

হ্যাঁ, আমরা যেহেতু দুনিয়াতে আছি, তাই আমাদের গুনাহ হয়ে যেতে পারে। দুনিয়াতে থাকাকালীন বাতাস যখন প্রবাহিত হয় তখন আতরের পাশ দিয়ে গেলে সুগন্ধি লাগে, ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে গেলে গন্ধ লাগে! এটা কি আপনি প্রতিহত করতে পারবেন? বলতে পারবেন যে, আমি ভিআইপি মানুষ, আমার নাকে কেন গন্ধ লাগবে? বরং বাতাস তার গতিতে সুগন্ধি কিংবা দুর্গন্ধ আপনার নাকে পৌঁছাবেই।

অনুরূপভাবে আমরা যেহেতু দুনিয়াতে আছি, এ কথা আমরা কেউই বলতে পারব না, মরণের আগ পর্যন্তও না যে, আমার দ্বারা গুনাহ হবে না। এটা বলতে পারব না যে, আমার দ্বারা অহংকার হবে না, আমলে রিয়া আসবে না, গীবত হয়ে যাবে না, চোখের ব্যাভিচার হয়ে যাবে না।

আপনাদের হয়তো ধারণা যে, বড় কোনো বুজুর্গ হয়তো বলতে পারবেন। ধরুন, আব্দুল কাদের জিলানী এ মাপের কোনো বুজুর্গ হয়তো এ কথা বলতে পারবেন। তাহলে শুনুন, তিনিও বলতে পারবেন না। কেননা দুনিয়া

মানেই হল, গুনাহের মুখোমুখি আপনাকে হতে হবে। দুনিয়া মানেই হল, কখনো কখনো আমার অহংকার চলে আসবে, গীবত হয়ে যাবে, কুদৃষ্টি হয়ে যাবে, রিয়া প্রকাশ পেয়ে যাবে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে, এ অবস্থাতে আমার মাঝে কি গোলামীর গুণ আছে না ইবলিশের গুণ আছে!

নিজেকে গুনাহগার মনে করুন

তাহলে গুনাহ হয়ে যাওয়া এটা বড় বিষয় নয়। হ্যাঁ, এ নিয়ে টেনশন করবেন অবশ্যই। তাহলেই তো গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য এটা বড় বাধা নয়। বড় বাধা হল, ইবলিশের আচরণ আমার আর আপনার মাঝে চলে আসা।

আল্লাহর দরবারে আমরা যদি সবসময় নিজেকে অপরাধী মনে করতে পারি, যদি মনে করতে পারি যে, আমি সবচেয়ে বড় গুনাহগার, আমার চেয়ে বড় গুনাহগার আর কেউ নেই, আমি মানুষের হক সবচেয়ে বেশি নষ্টকারী, আল্লাহর হক নষ্টকারী, আমার সব সময় তাওবা করতে হবে, আমার এ গুনাহগুলো না জানি কেমনে মাফ হবে। আহ! আমার আমল তো ইবলিশ নিয়ে গেল, রিয়া শেষ করে দিল, আহ! আমার আমল তো নফস নিয়ে গেল– যদি এ ধরণের মানসিকতা লালন করতে পারি তাহলে নিজেকে এভাবে যত নিচু করতে পারব আল্লাহ আমাদেরকে তত উঁচু করতে থাকবেন। এটাকে বলা হয় বিনয়। সকল মুসলমান থেকে নিজেকে ছোট মনে করা। সবার চেয়ে নিজের আমল খারাপ মনে করা। সবার চেয়ে নিজেকে বড় গুনাহগার মনে করা। নবীজী ﷺ বলেন, তুমি আল্লাহর জন্য ছোট হও رفعه الله আল্লাহ তোমাকে বড় করে দিবেন।

ইবলিশের আচরণ যেন চলে না আসে

আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, কিন্তু যদি ইবলিশের স্বভাব আমাদের মাঝে চলে আসে অর্থাৎ যদি এভাবে চিন্তা করি যে, আমি তো এ নেক কাজটা করি, অমুক তো মদখোর, অমুক তো এ কাজটা করে না, অমুক তো এত বড় গুনাহগার তাহলে শুনুন, খুব ভাল করে শুনুন, 'আল্লাহর কাছে পানাহ চাই,

আল্লাহ সকল বেঈমানী থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন, সকল নেফাকী থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন' কিন্তু আমি আর আপনি ঈমান নিয়ে মারা যাবো, এর নিশ্চয়তাটা কোথায় আছে? কে এই নিশ্চয়তা দিতে পারবে যে, সে ঈমান নিয়ে মারা যাবে?

এ নিশ্চয়তা আমরা কেউই দিতে পারব না। আল্লাহর একান্ত রহমত ছাড়া ঈমান নিয়ে কেউ মরতে পারবে না।।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানের দৌলত নসীব করুন আমীন।

আবুদ্দারদা রাযি.-এর মৃত্যুকালীন ঘটনা

আরে আমরা কে! আমাদের মূল্যই বা কী! সাহাবায়ে কেরাম রাযি., যাদের ঈমান গঠন করেছেন স্বয়ং নবীজী ﷺ। সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা রাযি.। যখন তাঁর মৃত্যু হচ্ছিল, তাঁর স্ত্রী উম্মুদ্দারদা রাযি. তাঁর পাশে বসে আফসোস করছিলেন আর কান্না করছিলেন। আবুদ্দারদা রাযি. তখন স্ত্রীকে বললেন, উম্মুদ্দারদা! এখানে বসে কান্নার দরকার নেই। আমি আমার হাবীব থেকে হাদীস শুনেছি, আল্লাহ তাআলার দুই হাত। এক হাতের মধ্যে আল্লাহ ঈমানদারদের রুহগুলো রেখেছেন। আরেক হাতের মধ্যে আল্লাহ বেঈমানদের রুহগুলো রেখেছেন। আমি আবুদ্দারদার তো জানা নেই, আমার রুহটা আল্লাহর কোন হাতের ভিতর আছে; বাম হাতের ভিতরে না ডান হাতের ভিতর? সুতরাং উম্মুদ্দারদা! তুমি জায়নামায নিয়ে বসে পড়, আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আল্লাহ যেন আমাকে ঈমানের হালতে মওত দান করেন।

চিন্তা করে দেখুন, আবুদ্দারদা রাযি. ছিলেন حكيم هذه الامة এই উম্মতের হাকিম, শীর্ষ সাহাবীদের একজন ছিলেন। আলেম সাহাবী ছিলেন। আর তিনি একথা বলছেন!

উম্মুদ্দারদা রাযি. জায়নামায নিয়ে বসে গেলেন। আল্লাহর কাছে দোয়া শুরু করে দিলেন এ মহান সাহাবীর জন্য।

ও আল্লাহর বান্দা! সেখানে আমি আর আপনি কে? আমরা কেন দেখি না যে, আল্লাহ ইবলিশের এক হাজারের বছরের ইবাদতের ব্যাপারে এক সেকেন্ডে বলে দিয়েছেন, দরকার নেই! বালআম বাউরার তিনশ বছরের

ইবাদতের ব্যাপারে এক সেকেন্ডে বলে দিয়েছেন, দরকার নেই!

অপর দিকে যে লোকটি একশ লোক হত্যা করেছে আল্লাহ তাকে মাফ করে জান্নাতে ডেকে নিয়েছেন!

এর কারণ হল, আল্লাহ তাআলা আমলগুলো পরে দেখেন, আগে দেখেন দিলের অবস্থা। ইবাদত করে ভরপুর করে দিলাম কিন্তু দিল ইবলিশ মার্কা। কোনো ফায়দা নেই। দিল এমন যে, মনে করছি আমি সবচেয়ে ভাল, আর সবাই খারাপ। আমারটাই ঠিক, বাকি সব বেঠিক। আমি যে কাজ করি এটাই দীন, বাকি কোনোটাই দীন না। তাহলে কোনো লাভ নেই! কেননা, এটাতো ইবলিশের মানসিকতা। সে বলেছিল, আমিই শ্রেষ্ঠ انا خير منه আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

যাই হোক, উম্মুদ্দারদা রাযি. আল্লাহর কাছে দোয়া শুরু করে দিলেন যে, ওগো আল্লাহ! আপনি আমার স্বামী আবুদ্দারদাকে ঈমানের হালতে মওত দান করেন।

কিছুক্ষণ পর আবুদ্দারদা রাযি.–এর ইন্তেকাল হল। আলহামদুলিল্লাহ ঈমানের সঙ্গে ইন্তেকাল হয়েছে। ঘোষক ঘোষণা দিল– উম্মুদ্দারদা! ওঠো, আর কান্নাকাটির দরকার নেই, কারণ তোমার স্বামী আবুদ্দারদার ঈমানের সঙ্গে মওত হয়েছে।

এক মদখোরের ঘটনা

এ জন্য বড়াই করতে নেই, অহংকার করতে নেই। বরং সবসময় এ কথা মনে ধরে রাখতে হয় যে, আমার চেয়ে বদ আমলওয়ালা আর কেউ নেই।

সহিহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, এক লোক মদপান করেছিল, একবার, দুইবার, তিনবার। নবীজী ﷺ প্রত্যেকবার এনে তাকে শাস্তি দিলেন। তৃতীয়বার যখন ঘটল তখন এক সাহাবী তাকে লা'নত করে বসলেন। নবীজী ﷺ তখন ওই সাহাবীকে সতর্ক করে বললেন

لا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ ما عَلِمْتُ إِنَّه يُحِبُّ اللَّهَ ورَسولَهُ

খবরদার! তোমরা একে লা'নত দিও না। কারণ সে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসে। [৩]

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায়, যতবড় গুনাহগার হোক তাকে ঘৃণা করার কিচ্ছু নেই। যতক্ষণ তার মাঝে কুফুরী পাওয়া যাবে না। কারণ হতে পারে লোকটা আমার চেয়ে বড় তাওবাকারী হয়ে যাবে। আর এও হতে পারে যে, লোকটার এমন কোনো আমল তার অন্তরে আছে যে আমলটা আল্লাহ তাআলা খুব পছন্দ করেন।

আবু জর গিফারি রাযি.–এর ঘটনা

সাহাবী আবু জর গিফারি রাযি. চাদর মুড়ি দিয়ে মসজিদের কর্নারে বসা। জিবরাইল আ. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, মসজিদের কর্নারে চাদর মুড়ি দিয়ে যে লোকটা বসে আছেন এ লোকটাকে আপনারা যতটা চিনেন আমরা আকাশের ফেরেশতারা আরও বেশি চিনি। কারণ তাঁর কথা আমাদের মাঝে আলোচনা হয়। নবীজী ﷺ বললেন, কেন? জিবরাইল আ. বললেন, তাঁর মাঝে দুটি বৈশিষ্ট্য আছে।

এক. তিনি নিজেকে সবচেয়ে ছোট মনে করেন।

দুই. তিনি বেশি বেশি قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَد পড়েন। [৪]

হাদীসের মাঝে এসেছে, যে ব্যক্তি দশবার قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ পড়বে আল্লাহ জান্নাতে তাঁর জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দিবেন । [৫]

সুতরাং নিজেকে ছোট মনে করা এ কথার আলামত যে, আল্লাহ আমাকে দয়া করতে চাচ্ছেন। আর আমিও রেডি আছি দয়া নেওয়ার জন্য।

গুনাহের সঙ্গে আচরণবিধি কেমন হওয়া চাই

নিজের গুনাহের দিকে তাকিয়ে নিজেকে ছোট মনে করার এই মানসিকতা আপনাকে বহু গুনাহ থেকে রক্ষা করবে। হ্যাঁ, এর পরেও মাঝে মধ্যে গুনাহ

[৩] বুখারী : ২৬২৩
[৪] তাফসীরে কাবীর : ৩০/১৬০
[৫] মাজমাউয যাওয়াইয়িদ : ৭/১৪৫

হয়ে যাবে। মাঝে মধ্যে অহংকার চলে আসবে, গীবত হয়ে যাবে, হিংসা হয়ে যাবে। হয়তো কিছু হারামও ঢুকে যেতে পারে। কিংবা হঠাৎ মোবাইলে, ফেসবুকে একটা গুনাহ হয়ে যেতে পারে। তখন আপনি কী করবেন? গুনাহ-টার সঙ্গে তখন আপনার আচরণ কেমন হবে?

প্রথমত চেষ্টা করতে হবে যেন গুনাহ না হয়

প্রথমত চেষ্টা করতে হবে যেন গুনাহ না হয়। তাওবা করলে গুনাহ মাফ হয় এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু গুনাহের একটা তাসির আছে। আর তা হলো, গুনাহ গুনাহ-কে টানে। তাওবা করলে গুনাহ মাফ হয়ে গেলেও এর তাসির থাকে। তাই সতর্কতা হল, সেফ জোনে (Safe Zone) থাকা। আর এটাই হল মূল। এটার চেয়ে বড় আমল আরেকটি নেই।

সর্বোত্তম আমল

নবীজী ﷺ বলেন

اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো আল্লাহর সবচেয়ে বড় ওলি হতে পারবে।[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে, এক ব্যক্তির ইবাদত কম, গুনাহ কম। আরেক ব্যক্তির ইবাদতও বেশি গুনাহও বেশি। এই দুই ব্যক্তির মাঝে উত্তম কে? তিনি উত্তর দিলেন

لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا

গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার মত সমকক্ষ আমল আমি কোনোটিকে মনে করি না।[৭]

এরপরেও গুনাহ হয়ে যেতে পারে

এরপরেও আমাদের গুনাহ হয়ে যেতে পারে। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন

[৬] তিরমিযী : ২৩০৫

[৭] আদাবুদ-দুনইয়া ওয়াদদীন : ১/৯৮

لو لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لهمْ

যদি তোমরা গুনাহ না কর তবে আমি তোমাদের ধ্বংস করে দিয়ে আরেকটা জাতি তৈরি করবো যারা গুনাহ করবে তারপর তারা আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করবে এবং তিনি তাদের মাফ করে দিবেন।[৮]

এর অর্থ কি গুনাহ করবো? না, এর অর্থ এটা নয়; বরং এর অর্থ হল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শতভাগ চেষ্টা করলেও গুনাহ হয়ে যাবে। কারণ আমরা আছি দুনিয়াতে। আপনি যদি এসি রুমে থাকেন তবুও কাপড় ময়লা হয়। বাইরে থাকলে বেশি হয়। যদি আপনি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন এর অর্থ হল, আপনি এসি রুমে আছেন। ময়লা কম হবে কিন্তু হবে। আমাদের মূল কাজ হল, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

গুনাহের চিন্তা আসার পরেও না করার ফজিলত

এখন প্রশ্ন হল, এরপরেও যদি গুনাহ হয়ে যায় তাহলে আমরা কী করবো? গুনাহের সঙ্গে আমাদের আদব বা আচরণবিধি কেমন হবে?

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হল, গুনাহ হওয়ার দুটো স্তর। একটা হল মনে গুনাহের চিন্তা আসা।

যেমন আমি চিন্তা করলাম, এ কয়দিনে তো বহু সিরিয়াল মিস হয়ে গিয়েছে, ই'তিকাফ শেষ হওয়ার পরে সিরিয়াল দেখতে হবে। ই'তিকাফে ছিলাম গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে তো কথা বলতে পারিনি। ই'তিকাফ শেষে কথা বলতে হবে।

গুনাহ-টা যদি এভাবে মনে মনে থাকে তাহলে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত মাফ। আল্লাহ ফেরেশতাকেও মনের এ খবর জানতে দিবেন না; বরং যদি গুনাহ-টা মনে আসার পরেও না করেন তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরশতাকে হুকুম করবেন যে, আমার এ বান্দার মনে গুনাহের চিন্তা এসেছিল কিন্তু করেনি, সুতরাং তার আমলনামায় নেকী লেখো। নবীজী ﷺ বলেন

وَمَن هَمَّ بسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها، كَتَبَها اللَّهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً

[৮] মুসলিম : ২৭৪৯

যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের ইচ্ছা করে আর তা না করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য পরিপূর্ণ নেকি লিখে দেন। [৯]

তাহলে এটা হল একটা পর্যায় যে, ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।

মুয়াবিয়া রাযি.-এর ঘটনা

আরেকটা পর্যায় হল, গুনাহ-টা মন থেকে বাইরে বের হয়ে আসা অর্থাৎ গুনাহ পরিপূর্ণভাবে অস্তিত্বে চলে আসা। তখন গুনাহের সঙ্গে এমন কিছু আচরণ করতে হয় যেন গুনাহ-টা দ্বিতীয়বার অস্তিত্বে আসার সুযোগ না পায়।

মুয়াবিয়া রাযি.–এর একদিন তাহাজ্জুদ ছুটে গিয়েছিল। তাই পরের দিন আল্লাহ্‌র কাছে এমন কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন যে, তাহাজ্জুদ পড়লে যে ফজিলত পেতেন, আল্লাহ তাঁর চেয়ে অনেক বেশি ফজিলত দিয়ে দিলেন।

পরের দিন তাহাজ্জুদের সময় ইবলিশ এসে তাঁকে ঘুম থেকে জাগাচ্ছিল। তিনি ইবলিশের হাত ধরে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? সে বলল, আমি ইবলিশ। একদিন আপনাকে তাহাজ্জুদে ধোঁকা দিয়ে মিস করিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি এমন কান্নাকাটি করলেন আল্লাহ আপনাকে তাহাজ্জুদের চেয়ে অনেক বেশি সওয়াব দিয়ে দিয়েছেন। তাই ভেবে দেখলাম, লস প্রজেক্টে হাত দিয়েছি। ভাবলাম আপনি তাহাজ্জুদ পড়েন এটাই বরং ভাল।

এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে। আর আমাদের অবস্থা তো হল, ইবলিশ যখনই আসে সিট খালি পায়!

ইবলিশকে মানসিকভাবে কষ্ট দিন

একটা চুটকি বলি। আমাদের এলাকায় একটা কুকুর প্রতিদিন মসজিদের সামনে এসে ময়লা করত। একদিন আমার এক উস্তাদ সম্পর্কে আমার ফুফাও হন। মাওলানা সাইদুল হক রহ.। আল্লাহওয়ালা ছিলেন। কুকুরটাকে

[৯] বুখারী : ৬৪৯১

বেঁধে ভালো করে পিটালেন। এরপর থেকে ফুফাকে ১০০ গজ দূর থেকে দেখলেও সে ভয়ে দৌড়ে পালাত।

এবার চিন্তা করে দেখুন, ওমর রাযি. ইবলিশকে কী পরিমাণ মানসিক শাস্তি দিলে ওমর রাযি. এক পথ ধরলে ইবলিশ অন্য পথ ধরত। তাই আমাদের কাজ হল ইবলিশকে মানসিক নির্যাতন করা।

হাসান বসরি রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইবলিশকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী আমল কোনটা? তিনি বললেন, ইবলিশকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী আমল হল তাওবা।

আদাবুযযুনুব তথা গুনাহের সঙ্গে আচরণবিধি ৬টি

এক. তাওবা করা

সুতরাং গুনাহের ব্যাপারে আমাদের প্রথম আচরণ হবে তাওবা। এভাবে গুনাহের সঙ্গে আমরা সর্বমোট ৬টি আচরণ দেখাবো। এগুলোকে বলা হয়, আদাবুযযুনুব। এ আচরণগুলো করলে ইবলিশ মানসিকভাবে প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। সে কিছুটা হলেও ভয় পাবে। সে তখন দেখবে যে, লাভ কম। তখন সে ওখানেই যাবে যেখানে তার লাভ বেশি হবে। আমাদের কাছে আসা সে কমিয়ে দিবে।

শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবা করতেই থাকবে

হাফেয ইবনু তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর শায়খকে বলল, আমার গুনাহ হয়ে যায় কী করবো?

শায়খ বললেন, তাওবা করবে।

লোকটি বলল, তাওবা করার পর যদি আবার গুনাহ হয়?

শায়খ বললেন, তাওবা করবে।

লোকটি বলল, যদি আবারও গুনাহ হয়?

শায়খ বললেন, এবারও তাওবা করবে।

লোকটি বলল, কত বার তাওবা করবো?

শায়খ উত্তর দিলেন

إلى أن تُحْزِنَ الشيطان

শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবা করতেই থাকবে। [১০]

আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ঘটনা

এরপরেও আমরা নৈরাশ হতে পারি কিন্তু ইবলিশ নৈরাশ হবে না। একজন লোক যত বড় আল্লাহর ওলী হোক এরপরেও সে তাঁর ব্যাপারে আশা করে যে, কোনোভাবে তাঁকে গোমরাহ করা যায় কিনা!

আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ আসল, আপনি তো জান্নাতী হয়ে গিয়েছেন। আপনার আর ইবাদতের দরকার নেই।

আব্দুল কাদের জিলানী রহ. বললেন, ইবলিশ! দূর হও। ভাগো এখান থেকে। কে বলেছে আমার ইবাদতের দরকার নেই! নবীদের পর্যন্ত ইবাদতের দরকার হয়েছে, সেখানে আমি কে! সাহাবায়ে কেরামের ইবাদতের দরকার হয়েছে, সেখানে আমি কে!

সুতরাং ইবলিশ আপনাকে আমাকে কীভাবে ধোঁকা দিবে বলা যায় না। তবে চেষ্টা করতে হবে তার আসা যাওয়াটা যেন কমে যায় এবং সে যেন আমাদের ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে যায়। আর এ লক্ষে প্রথম কাজ হল তাওবা করা।

তাওবার সংক্ষিপ্ত ফজিলত

নবীজী ﷺ বলেছেন

كُلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ ، وخيرُ الخطَّائينَ التَّوَّابونَ

সকল আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে সেরা তারাই, যারা তাওবাকারী। [১১]

বোঝা গেল, অনিচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ হওয়াটা ভুল তবে বড় ভুল নয়। বড় ভুল হল তাওবা না করা।

---

[১০] ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া : ৭/৪৯২

[১১] তিরমিযী : ২৪৯৯

অপর হাদীসে নবীজী ﷺ বলেছেন

لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ

বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন। [১২]

তাওবার তাওফীক কার হয় না?

যার জিন্দেগীতে ইস্তেগফার নেই, তাওবার তাওফীক তার হয় না। যার জিন্দেগীতে ইস্তেগফার বেশি আছে আল্লাহ তাকে তাওবার তাওফীক দিয়ে দেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলতেন এবং এটা হাদীসও যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

যে ব্যক্তি দিনে সত্তরবার একই গুনাহ করার পরও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে ইস্তেগফার করবে, সে যেন প্রকৃতপক্ষে গুনাহ বার বার করেনি। [১৩]

অর্থাৎ সে ব্যক্তি বেশি ইস্তেগফার করার কারণে শেষ পর্যন্ত ওই গুনাহের ওপর অটল থাকতে পারে না; বরং সে তাওবা করে নেয়।

সুতরাং আপনার জিন্দেগীতে যত বেশি ইস্তেগফার থাকবে তাওবা তত সুন্দর হবে। ইস্তেগফার আর তাওবা যদি না থাকে তবে একটা গুনাহ শুরু হবে সুতা দিয়ে, শেষে বিশাল মোটা রশি হয়ে যাবে। একটা সুতা সহজেই ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব। মোটা রশি সহজে ছিঁড়ে ফেলা যায় না।

তাওবার একটি দৃষ্টান্ত

একবার আমরা কয়েকজন ফেরি দিয়ে আসছিলাম, সম্ভবত মাদারীপুর থেকে। রাত ২-৩ টা হবে। দেখলাম ফেরিটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে বিশাল মোটা দড়ি দ্বারা। একটার সঙ্গে একটা পেঁচানোর পরে দড়িটা এ রকম মোটা হয়েছে। এখন সে এত শক্তিশালী যে, একটা বিশাল ফেরিকে ধরে রেখেছে।

---

[১২] মুসলিম : ২৭৪৭

[১৩] তিরমিযী : ৩৫৫৯

যে ফেরির ভিতরে বিভিন্ন গাড়িসহ কয়েক টন মাল আছে। কিন্তু দড়িটা যদি আলাদা আলাদা হত, এত শক্তিশালী হত? হত না। যখন আপনি একটা গুনাহ করেন, তাওবাটা করে ফেলেন। দেখবেন ওই রশিটা ছিঁড়ে গেছে। এটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগতে পারেনি। নবীজী ﷺ এটাই বলেন

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ

যখন কোনো মুমিন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে, তারপর যখন সে তাওবা করে গুনাহ-টি অপসারণ করে এবং ইস্তিগফার করে তখন তার অন্তর চকচকে পরিষ্কার হয়ে যায়। [১৪]

ইস্তেগফারের স্তূপ গড়ে তুলুন

ইস্তেগফার আপনার জিন্দেগীতে এত বেশি করুন, এত বেশি পড়ুন যেন ইস্তেগফারের স্তূপ লেগে যায়।

বলতে পারেন, কী পরিমাণ পড়ব?

আমি বলব, আপনার জিন্দেগীতে যতটা সেকেন্ড ততটা সেকেন্ড আপনি ইস্তেগফার পড়েন।

আপনি বলতে পারেন, কেন?

আমি বলব, আমাদের জিন্দেগীর প্রতিটা সেকেন্ড গুনাহের ভিতর অতিবাহিত হয়।

বলতে পারেন, না হুজুর! আমরা তো ইবাদতও করি।

আমি বলব, ইবাদতের ভিতরে যখন রিয়া আসে তখন প্রতিটা সেকেন্ড গুনাহ হিসেবে কাউন্ট হয়ে যায়। আমরা ফেসবুক দেখতে দেখতে, ইউটিউব দেখতে দেখতে ঘুমাই। ফলে আমাদের ঘুমও গুনাহের ভিতরে চলে যায়। তাই আমি বলব, যেহেতু আমাদের প্রতিটা সেকেন্ড গুনাহের ভিতর কাটে, তাই প্রতিটা মুহূর্তে আমার যেন একটা ইস্তেগফার থাকে।

সুতরাং ইস্তেগফার কত বার করবেন— এই প্রশ্ন নেই। যতবার গুনাহ হয়েছে ততবার করবেন। ইস্তেগফার যত পড়বেন গুনাহ তত হালকা হতে থাকবে।

---

[১৪] মুসনাদে আহমাদ : ৭৯৫২

চোখের পানি আনা লাগবে না; বরং গুনাহের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টপ করে চোখের পানিও পড়ে যাবে। আর আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে এক ফোঁটা চোখের পানি দিয়ে সব গুনাহ ধুয়ে মুছে দিবেন। কেননা চোখের পানিতে রয়েছে এ্যটমিক পাওয়ার। চোখের পানি কেবল এক দু'টি নয়; বরং بُحُورًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ জাহান্নামের আগুনের বহু সমুদ্রকে নিভিয়ে দিতে পারে।[১৫]

আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করতে পারেন

আপনি হয়তো মনে করতে পারেন আমার গুনাহ বেশি আল্লাহ মাফ করবেন কিনা?

আমি আপনাকে বলব, আপনি কুরআন হাদীসের একটা জায়গা দেখান যেখানে আছে আল্লাহ বেশি গুনাহ মাফ করতে পারেন না, কম হলে পারেন! বড় গুনাহ মাফ করা আল্লাহর জন্য কঠিন আর ছোট গুনাহ মাফ করা সহজ! বিষয়টা কি এমন? এমন নয়।

বিষয় হল, আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করেছি কিনা। যদি আমি তাওবা করি তাহলে বড়-ছোট কোনো বিষয় নয়, বেশি-কম কোনো বিষয় নয়, আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দিবেন ।

মুনাজাতে কান্নাকাটি আসে না কেন?

অনেকে অভিযোগ করেন যে, মুনাজাতে কান্নাকাটি আসে না।

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, মুনাজাতে কান্নাকাটি আসে না কেন?

তিনি উত্তরে বলেন من كثر ذنبه قل بكاءه যে ব্যক্তির গুনাহ বেশি তার কান্নাকাটি আসে কম।

সুতরাং তুমি ইস্তেগফার দিয়ে গুনাহ হালকা করে দাও, আল্লাহ তাআলা কান্নাকাটির দৌলত এমনিতেই নসিব করে দিবেন।

---

[১৫] কিতাবুযযুহদ : ০৪

আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি দানের ফজিলত

আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি তো এমন দৌলত যে, এক ফোটা দিবেন জাহান্নামের আগুন মাফ, গাল পর্যন্ত আসবে কেয়ামতের ময়দানে শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। দাড়ি ভিজবে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের ময়দানে বেইজ্জত করবেন না। জমিন ভিজবে ওই চেহারা কেয়ামতের ময়দানে ক্লান্ত-শ্রান্ত হবে না। অনিচ্ছায় হেঁচকি দিয়ে কান্না চলে এসেছে তাহলে এর উসিলায় মজলিসের সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দিবেন।

এই যে আমি চোখের পানি সম্পর্কে কথাগুলো বলেছি সব কথা হাদীস থেকেই।

যাই হোক, গুনাহের সঙ্গে আমাদের প্রথম আচরণ হবে তাওবা করা। আর তাওবা সহজ করার জন্য অধিকহারে ইস্তেগফার করতে হবে। যার জিন্দেগীতে ইস্তেগফার নেই তার তাওবা নসীব হয় না।

ইস্তেগফারের ফায়দা

ইস্তেগফারের ফায়দা এত বেশি যে, বলে শেষ করা যাবে না। যুবকেরা অনেক সময় বেকারত্বের টেনশনে থাকে, বিভিন্ন ধরনের পেরেশানিতে থাকে ইস্তেগফার করলে আল্লাহ এগুলোও দূর করে দেন। হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবীজী ﷺ বলেন

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তেগফার করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিটি চিন্তা হতে মুক্ত করে দিবেন, প্রতিটি সংকীর্ণতা হতে তার বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করে দিবেন এবং তাকে বেহিসাব রিজিক দান করবেন।[১৬]

দুই. গুনাহকে ছোট করে না দেখা

গুনাহের সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় যে আচরণ দেখাতে হবে তা হল, যদি কোনো গুনাহ হয়ে যায় তখন এটাকে বিশাল দুর্ঘটনা মনে করবো।

---

[১৬] আবু দাউদ : ১৫১৮

আপনি যত বেশি এ মানসিকতা লালন করতে পারবেন গুনাহ-টা তত হালকা হয়ে যাবে।

শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখতে নেই

গুনাহ হল আমাদের শত্রু। শত্রুর ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হল শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখতে নেই। শত্রুকে হালকা করে দেখলে সে শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। আর শত্রুকে বড় করে দেখলে সে এ সুযোগটা পায় না। কারণ আপনি তখন সম্পূর্ন সতর্ক।

একটা ছোট সাপের বাচ্চা, আদর করে মারলেন না। কিন্তু যদি সে কামড় দেয় তাহলে?

এ জন্যই গুনাহের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ হবে এমন যে, কোনো গুনাহকেই আমরা ছোট মনে করবো না। হালকা করে দেখবো না।

হাদীসে এসেছে নবীজী ﷺ বলেন

إياكم ومُحَقَّراتِ الذنوبِ

তুমি ওই সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো যেগুলোকে ছোট বলে ধারণা করা হবে। [১৭]

ছোট্ট গুনাহও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে

একটা জিনিস চিন্তা করে দেখুন, হাদীসে এসেছে– এক ব্যক্তি একটা বিড়ালকে বেঁধে রেখে মেরে ফেলার কারণে জাহান্নামী হয়ে গিয়েছে। একজন মুজাহিদ শুধু একটা রশি চুরি করার কারণে জাহান্নামী হয়ে গিয়েছে। আরও এসেছে, একজন লোক আমল করতে করতে জান্নাতের পাড়ে চলে আসে, তারপর সে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে বসে যার কারণে সে জাহান্নামের পাড়ে চলে যায়।

তাহলে বলুন, কোনো গুনাহ-কে ছোট করে দেখার সুযোগ আছে?

---

[১৭] সহিহ আলজামি : ২৬৮৬

একজন মুমিন সগিরাকেও কবিরা গুনাহ মনে করে

মূলত একজন মুমিন বান্দা সগিরাকেও কবিরা মনে করে। হাদীসে এসেছে ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নিচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার ওপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়। [১৮]

এ জন্যই হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলতেন, তোমরা সগিরা আর কবিরা গুনাহের মধ্যে পার্থক্য কর। অথচ তোমরা কি দেখ না, একটা ছোট আগুনের কয়লাও বড় একটা তুলার গুদামকে জ্বালিয়ে দিতে পারে, যেভাবে দাউ দাউ করা আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে!

لاَ تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

গুনাহ-কে ছোট মনে করো না। বড় পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়েই তৈরি হয়।

সালাফদের মাঝে প্রচলিত প্রবাদ

আমরা যেমন আমাদের প্রবাদও তেমন। আমরা নাচি, তাই আমাদের প্রবাদও হল, নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। সালাফগণ যেমন ছিলেন, তাঁদের প্রবাদগুলোও তেমন ছিল। তাঁদের মাঝে প্রবাদ ছিল

لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عِظَم مَنْ خالفت

তুমি এটা দেখো না যে, সগিরা গুনাহ করছ; বরং তুমি এটা দেখো যে, তুমি কার নাফরমানি করছ! [১৯]

সুতরাং গুনাহের সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় আচরণ হল, গুনাহ-কে ছোট বা তুচ্ছ মনে না করা।

তিন. গুনাহ প্রকাশ না করা এবং প্রকাশ্যে না করা

আমাদের গুনাহগুলো দুই ধরণের। প্রকাশ্য গুনাহ এবং গোপন গুনাহ। এ গুনাহগুলো করায় ইবলিশ এবং নফস। এ দুই শত্রু থেকে বাঁচানোর জন্য

---

[১৮] বুখারী : ৬৩০৮

[১৯] হিলয়াতুল আওলিয়া : ৫/২২৩

আমাদের একমাত্র সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ। এখন আপনি যদি উল্টো আল্লাহর অহংকারে আঘাত করে বসেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য না করে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিবেন ।

এ কারণে নবীজী ﷺ বলেন

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ

আমার সব উম্মত মাফ পাবে কিন্তু যে প্রকাশ্যে গুনাহ করেছে সে ছাড়া। [২০]

গুনাহ করে প্রকাশ করাটাও প্রকাশ্যে গুনাহ করার শামিল

তাহলে কি গোপনে গুনাহ করবো? না, গোপনেও গুনাহ করবো না; কেননা গুনাহ তো গুনাহ-ই। কিন্তু গোপনে হয়ে যেতে পারে। যদি হয়ে যায় তবে প্রকাশ করবো না। রাতে মুভি দেখে ফেলেছি সকালে বলে বেড়াব না যে, গতকাল খুব মজার একটা মুভি দেখেছি; কেননা গুনাহ করে প্রকাশ করাটাও প্রকাশ্যে গুনাহ করার শামিল। নবীজী ﷺ বলেন

وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

আর নিশ্চয় এ বড়ই ধৃষ্টতা যে, কোনো ব্যক্তি রাতে গুনাহ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে ভোর হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কর্ম করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, আল্লাহ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর পর্দা খুলে ফেলল। [২১]

সুতরাং গুনাহের সঙ্গে আমাদের তৃতীয় আচরণ হবে, প্রকাশ না করা এবং প্রকাশ্যে না করা।

[২০] বুখারী : ৬০৬৯

[২১] বুখারী : ৬০৬৯

চার. গুনাহ যেন প্রতিক্রিয়াশীল না হয়

কিছু গুনাহ আছে এমন যা কেবল একজনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং অন্যদের মাঝেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমরা সদকায়ে জারিয়ার কথা শুনেছি। অনুরূপভাবে কিছু গুনাহ্‌ও আছে এমন যে, জারি থাকে।

গুনাহ আমাদের দ্বারা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সবসময় সতর্ক থাকবো যেন জারি থাকে এমন গুনাহ না হয়। অনুরূপভাবে কিছু গুনাহ আছে ছোট কিন্তু স্থানের কারণে সেটা বড় হয়ে যায়। যেমন হারাম শরিফ। কুদৃষ্টি দেওয়া গুনাহ। কিন্তু হারাম শরীফে বসে দেওয়া আরও বড় গুনাহ।

অনুরূপভাবে কিছু সময় আছে, যে সময়ে গুনাহ-কে বড় করে দেখা হয়। যেমন কোনো লোক যদি লাইলাতুল কদরে মাহরুম হয়ে যায় তাহলে নবীজী ﷺ বলেন যে, সব কল্যাণ থেকে মাহরুম হয়ে যায়। কারণ সে এত বড় সময়টাকে মূল্য দিতে পারেনি। রমযানে যে নিজেকে মাফ করাতে পারে না; জিবরাইল আ. বলেন, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে গেল। কেন? কারণ এত বড় রমযান আসল, এত বড় অফার আসল অথচ সে এই অফারটা নিতে পারেনি!

সুতরাং বোঝা গেল, কিছু সময় আছে এমন যে, ওই সময়ে গুনাহ করলে সেটা বড় করে দেখা হয়।

আবার কিছু ব্যক্তি আছে এমন যাদের সামনে গুনাহ করলে সেটা বড় করে দেখা হয়। যেমন নবীজী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি ডান হাতে খানা খাও। তার মাঝে অহংকার চেপে বসল। সে বলে বসল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। নবীজী ﷺ বললেন, তুমি ডান হাতে খেতেও পারবে না। পরবর্তীতে তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল।

আবার কিছু ব্যক্তি আছে এমন, গুনাহ-টা হয়তো ছোট কিন্তু ওই ব্যক্তির জন্য গুনাহ-টা বড়। যেমন ইমাম সাহেব যদি ইস্তেঞ্জার পরে শুধু পানি নেন মুসল্লিদের সামনে। যদিও পানি ও ঢিলার যে কোনো একটা নিলেই হয়ে যায়। কিন্তু মুসল্লিরা বলে বসবে, হায়রে! আমরা কোন ইমামের পিছনে নামায পড়ি, ঢিলা কুলুখ কিছু নেয় না, পানিও খরচ করে না!

আমি বলবো না যে, লোকটার কোনো দোষ নেই। বরং আমি এ কথা বলব

যে, ওই লোকের চেয়ে ইমাম সাহেবের দোষ বেশি। কারণ নবীজী ﷺ বলেন

اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ

তোমার ওপর অপবাদ আসতে পারে এমন কথা থেকে, কাজ থেকে, জায়গা থেকে বেঁচে থাক।[২২]

দাঈদের ব্যক্তিত্ব ঠিক রাখতে হয়

সুতরাং একজন ইমাম হিসেবে, একজন দাঈ হিসেবে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। যেখানে সেখানে বসে যাওয়া নয়, যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যাওয়া নয়, যেখানে সেখানে চা খাওয়া নয়। কেন? যেন আমার কথার ওজন থাকে, ব্যক্তিত্ব ঠিক থাকে এবং যেন দাওয়াতের কাজে সুবিধা হয়। এটা অহংকার নয়। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মজা করেন, কে আপনাকে ধরে রাখবে? কিন্তু সব জায়গায় যদি সব কাজ করি তাহলে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবে।

এটা অহংকার নয়; আত্মমর্যাদাবোধ

আল্লাহ তাআলা আমাদের আম্মাজান, রাসূল ﷺ এর স্ত্রীদের বলেন

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।[২৩]

উক্ত আয়াতের আলোকে আমি আপনাকে এ কথা বলব যে, আপনি দীনদার, আপনার দাড়ি আছে টুপি আছে; সুতরাং আপনি কিন্তু অন্যদের মত নন।

---

[২২] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : খণ্ড ০৩ পৃ. ২৩

[২৩] সূরা আহযাব : ৩২

এর অর্থ এ নয় যে, আপনি অহংকার করছেন। এটা হল, নিজেকে চেনা। এটাকে বলা হয় আত্মমর্যাদাবোধ।

আত্মমর্যাদাবোধ আর অহংকার এক নয়

আত্মমর্যাদাবোধ আর অহংকার এক নয়। অহংকার হল আমি নিজেকে বড় মনে করলাম আর অন্যকে ছোট মনে করলাম। আর আত্মমর্যাদাবোধ হল আমি আমার ব্যক্তিত্বকে ঠিক রাখলাম অন্যকে বড় মনে করেই।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, আমি নিজেকে তোমাদের সবার চেয়ে ছোট মনে করি। একজন শাগরেদ বলল, হযরত! এটা কীভাবে সম্ভব! তিনি বললেন, দেখো, আমার অবস্থা হল এমন যে, এক বাদশাহ একজন দারোয়ান রেখেছে এবং দারোয়ানকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, যে লোকই রাত এতটার পরে আসবে এমনকি যদি রাজপুত্রও আসে তবে তাকে গেটের ভিতরে ঢুকতে দিবে না। এখন রাত ১২টায় আসলো রাজপুত্র। দারোয়ান তাকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। এর অর্থ কি রাজপুত্র ছোট আর দারোয়ান বড়? অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের ইসলাহ করার জিম্মাদারি দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো দারোয়ান আর তোমরা তো রাজপুত্র।

সুতরাং একদিকে অহংকার করা যাবে না, অপরদিকে বিনয়ের অর্থ এই নয় যে, নিজের ব্যক্তিত্বকে মিটিয়ে দেওয়া। আমি যদি দাড়ি টুপি পরে ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য দোকানে দাঁড়িয়ে থাকি এটা কি ঠিক হবে? তাবলীগ করার পরও যদি আমার বাসায় টেলিভিশন থাকে এটা কি ঠিক হচ্ছে? চিল্লা দিলাম কিন্তু মেয়েকে পর্দা শিখাই না, এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, আমি তো অন্যদের মতো নই ।

যাই হোক, বলতে চেয়েছিলাম, সময়, স্থান, ব্যক্তির কারণে কিছু গুনাহ বড় করে দেখা হয়। এগুলো খেয়াল করে চলা। খেয়াল রাখা যেন আমার গুনাহ জারি না থাকে এবং আমার গুনাহ যেন বড় না হয়ে যায় ।

পাঁচ. গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি নেক আমল করে নেয়া

আগেই বলেছি, গুনাহ হয়ে যাবে। গুনাহ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা নেক আমল করে নিব। নবীজী ﷺ বলেন

إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ: كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ, ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ, ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ أُخْرَى حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الأَرْضِ

যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করার পরপরই নেক আমল করে, সেই ব্যক্তির উপমা এমন একজনের মত যার দেহে ছিল সংকীর্ণ বর্ম; যা তার শ্বাস রোধ করে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন একটি নেক আমল করে, তখন বর্মের একটি আংটা খুলে যায়। তারপর আর একটি পূণ্য করলে আরও একটি আংটা খুলে যায়। ফলে সে সংকীর্ণতার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তখন সে হাফ ছেড়ে বাঁচে। [২৪]

পানির ভিতর যদি কোনো ব্যক্তিকে চুবিয়ে ধরে রাখা হয় তারপর যদি ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে কেমন আরাম লাগে! তেমনিভাবে একজন মুমিন বান্দা গুনাহ করার পর তার কাছে মনে হয় পানির ভিতর কেউ তাকে ধরে রেখেছে। তারপর যখন একটা নেক আমল করে তখন মনে হয় ধরা থেকে কেউ ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ নেক আমল করার পর মুমিনের অন্তরটা প্রশান্ত হয়ে যায়।

ছয়. আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ না হওয়া

গুনাহের সঙ্গে সর্বশেষ আচরণ আপনার যেটা হবে তা হল, কখনও আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হবেন না। আমরা একটা আয়াত সচরাচর শুনি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[২৪] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৩০৭

বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ অর্থাৎ গুনাহ করেছে; তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। [২৫]

তাফসীরে বগভীতে হযরত ইবনু আব্বাস রাযি. এসেছে, এ আয়াতের শানে নুযুল হল, কিছু লোক ছিল যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আরজ করল, আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গুনাহ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তাওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহর রহমতের আশা যেন তামাশা না হয়

সুতরাং যদি গুনাহের সঙ্গে পেছনের পাঁচ আচরণ দেখাতে পারি, বিশেষ করে প্রথম আচরণ অর্থাৎ যদি তাওবা করার তাওফীক হয় তবে আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হব না। কেননা ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, অতীত গুনাহ থেকে তাওবা করার পর আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়াটাও এক প্রকার গুনাহ।

পক্ষান্তরে যদি পিছনের পাঁচ আচরণ দেখাতে না পারি বিশেষ করে তাওবা করতে না পারি তবে আল্লাহর আযাবের ভয় থেকে কখনো পালাব না। কেননা তাওবা না করে কবিরা গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার আশা করাটা আল্লাহর রহমতের আশা নয়; বরং হাকিমুল উম্মত থানভী রহ. বলেন এটা আল্লাহর রহমতের সঙ্গে তামাশা। এ কারণেই কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে এই উভয় দিককে এক সঙ্গেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ

[২৫] সুরা যুমার : ৫৩

অর্থাৎ আমার বান্দাদের বলে দাও, নিশ্চয় আমিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং আমার শাস্তিই হল অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। [২৬]

আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহের সঙ্গে উক্ত ছয়টি আচরণ দেখানোর তাওফীক দান করুন আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী হাফিজাহুল্লাহ এর বিভিন্ন বয়ান
রচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও শরয়ী সমাধানের জন্য
ভিজিট করুন :
www.quranerjyoti.com

হযরতের প্রতিষ্ঠিত আল-ফালাহ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন–এর
শিক্ষা, সেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে
ভিজিট করুন :
www.alfalahbd.org

[২৬] সূরা হিজর : ৪৯-৫০